গবেষণা অভিসন্দর্ভের বস্তুসার

ভূমিকা

গবেষণার শিরোনাম ‘আশাপূর্ণা দেবীর উপন্যাসে দাম্পত্য সম্পর্ক’। ঔপন্যাসিকের নিজস্ব উপলব্ধি ও তাঁর উপন্যাসে চিত্রিত দাম্পত্য সম্পর্কের মূল্যায়ন করা হয়েছে। মানুষের নারী-পুরুষ কেন্দ্রিক দাম্পত্য জীবনের সামগ্রিক মূল্যায়নের মাধ্যমে গবেষণা সন্দর্ভ রচিত হয়েছে। আশাপূর্ণা দেবীর উপন্যাসের প্রেক্ষিতে মূলত দাম্পত্য সম্পর্কের নিরিখে জীবনের সঠিক পথের অনুসন্ধান করা হয়েছে এই গবেষণা সন্দর্ভে।

প্রথম অধ্যায়
আশাপূর্ণা দেবী’র জীবন ও সাহিত্য কৃতির পরিচয়

প্রথম অধ্যায়ে ‘আশাপূর্ণা দেবী’র ব্যক্তিজীবন ও সাহিত্যকীর্তির কথা তুলে ধরে দাম্পত্য জীবন সম্পর্কে তাঁর ব্যক্তিগত অভিমত ও উপলব্ধি প্রকাশ করা হয়েছে। কীভাবে তিনি একজন নারী হয়েও ঊনবিংশ শতাব্দীর করাল সমাজ ব্যবস্থায় নিজের উদ্যোগেই ও অদম্য চেষ্টায় পড়াশুনা শিখেছেন। এবং কত প্রতিকুলতার বিরুদ্ধে নিজেকে তিনি প্রতিষ্ঠিত করেছেন তুলে ধরা হয়েছে তার বিবরণ। তাঁর নিজের ব্যক্তিগত দাম্পত্য জীবন কেমন ছিল সেকথাও আলোচিত হয়েছে। তিনি সমাজকে কীভাবে দেখেছেন এবং উপলব্ধি করেছেন; তার কতটা পরিমান সাহিত্যে তুলে ধরেছেন সূত্রধারকরে তা উল্লেখ করা হয়েছে। মূলত তাঁর ব্যক্তিগত জীবন ও সাহিত্যিক হয়ে ওঠার ইতিহাস প্রথম অধ্যায়ে আলোচিত হয়েছে। ‘আশাপূর্ণা দেবী’ শৈশব থেকে বার্ধক্য পর্যন্ত যে সমস্ত মানুষের সাহচর্যে একজন যথার্থ সাহিত্যিক হয়ে উঠেছেন, যথাযথ শ্রদ্ধার সঙ্গে সকলেই

স্মরণীয়। মূলত বিশেষ একজন মরমী কথাকারের জীবনী আলোচনার মধ্য দিয়ে আদর্শ জীবনের সন্ধান করা হয়েছে।

দ্বিতীয় অধ্যায়
আশাপূর্ণা দেবী'র উপন্যাসের ক্রমানুসারে পর্যায় বিভাগ

দ্বিতীয় অধ্যায়ে 'আশাপূর্ণা দেবী' রচিত উপন্যাসগুলির সুমার্জিত পর্যায় বিভাগ করে প্রকাশকাল সহ তুলে ধরা হয়েছে। মূলত তাঁর ব্যক্তিগত জীবন ও সাহিত্য রচনার প্রেক্ষিত হিসেবে উপন্যাসগুলোর পর্যায় বিভাগ করা হয়েছে। শ্রেণীবদ্ধ পর্যায় বিভাগে তিনটি পর্বে যথাক্রমে 'প্রভাত পর্ব', 'মধ্যাহ্ন পর্ব' ও 'সায়াহ্ন পর্ব' নামে বিভক্ত করে উপন্যাসগুলোর পর্যায়ক্রম লিপিবদ্ধ করা হয়েছে। যাতে করে ঔপন্যাসিক 'আশাপূর্ণা দেবী' কোন সময়কালে কী কী উপন্যাস লিখেছেন এবং তাঁর লেখার ধরন কেমন ছিল তা বোঝা যায়। 'প্রভাত পর্বে' সমাপ্তি তাঁর বিখ্যাত উপন্যাস 'প্রথম প্রতিশ্রুতি'র প্রকাশকাল পর্যন্ত ধরা হয়েছে। কারণ সূর্যের আভা যেমন প্রভাতের একটা নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত স্নিগ্ধ ও মধুর থাকে, তেমনি 'আশাপূর্ণা দেবী'র 'প্রথম প্রতিশ্রুতি' উপন্যাস পর্যন্ত একটি মনোরম পর্ব হিসেবে ধরা যায়। 'মধ্যাহ্ন পর্বে' বেশীরভাগ বিখ্যাত উপন্যাসগুলো স্থান পেয়েছে। একই ভাবে 'সায়াহ্ন পর্বে' শেষ জীবনের রচিত উপন্যাসগুলোর নাম ও প্রকাশনা সহ প্রকাশ কাল উল্লেখিত হয়েছে।

তৃতীয় অধ্যায়
আশাপূর্ণা দেবী'র পূর্ববর্তী ঔপন্যাসিকদের উপন্যাসে দাম্পত্য সম্পর্কের রূপরেখা

তৃতীয় অধ্যায়ে 'আশাপূর্ণা দেবীর' পূর্ববর্তী ঔপন্যাসিকদের উপন্যাসের মধ্যে দাম্পত্য সম্পর্কের কথা কীভাবে লিপিবদ্ধ আছে তা তথ্যাকারে তুলে ধরা হয়েছে। বাংলা উপন্যাস রচনার সূচনালগ্ন থেকে 'আশাপূর্ণা দেবী'র

সময়কাল পর্যন্ত সমস্ত ঔপন্যাসিকদের কথা সূত্রাকারে তুলে ধরা হয়েছে। আর তা করতে গিয়ে স্বভাবতই দাম্পত্যপূর্ব জীবন ও বিবাহ কেন্দ্রিক নানাতর সমস্যা ও সমাধানের বিশ্লেষণ ও ঔপন্যাসিকদের মতামত যথাযথ ভাবে আলোচিত। এই অধ্যায়ে বিবাহ রীতির প্রয়োজনীয়তা ও গুরুত্ব সংক্ষেপে আলোচনা করা হয়েছে। সেইসঙ্গে বিবাহ ও বিবাহোত্তর জীবনের পর্যালোচনা করে বর্তমান কালের দাম্পত্য সম্পর্কের বিবর্তন নির্দেশিত। উক্ত বিষয়ে ঔপন্যাসিকদের চিন্তা-চেতনা ও মননের প্রকাশ সাহিত্যে কতটা পরিমানে হয়েছে তাই আলোচনা মাধ্যমে তুলে ধরা হয়েছে।

চতুর্থ অধ্যায়
আশাপূর্ণা দেবী'র উপন্যাসে দাম্পত্য সম্পর্কের বিবরণ

চতুর্থ অধ্যায়ে 'আশাপূর্ণা দেবী'র উপন্যাসগুলিতে কিরূপ দাম্পত্য সম্পর্ক আছে তার বিশ্লেষণ করা হয়েছে। পর্যায়ক্রমে জীবনের প্রথম দিকে রচিত উপন্যাস ও পরবর্তী সময়ে রচিত উপন্যাসগুলোর মধ্যে দাম্পত্য সম্পর্কের ভিন্নতা ও উৎকৃষ্টতার অনুসন্ধান করা হয়েছে। মূলত একজন মরমী কথাকার হিসেবে 'আশাপূর্ণা দেবী' কিরকম দাম্পত্য জীবনে বিশ্বাস করেন। তিনি কতটা উপন্যাসের মধ্যে প্রকাশ করতে পেরেছেন তা নির্ভুলভাবে আলোচিত। তিনি পূর্ববর্তী ঔপন্যাসিক বা সাহিত্যিকদের থেকে আলোচ্য বিষয়ে কতটা স্বতন্ত্র ছিলেন; সেকথাও অনেকাংশে এই অধ্যায়ে বিশ্লেষিত হয়েছে।

পঞ্চম অধ্যায়
আশাপূর্ণা দেবী'র উপন্যাসে দাম্পত্য সম্পর্কের নিরিখে নারীর সামাজিক অবস্থান

পঞ্চম অধ্যায়ে 'আশাপূর্ণা দেবী'র উপন্যাসে দাম্পত্য সম্পর্কের নিরিখে নারীর জীবনের সামাজিক অবস্থান নির্ণয় করে সূত্রাকারে আলোচনা করা

হয়েছে। মূলত বাঙালী ঘরের নারীকে কন্যা, জায়া, জননী হিসেবে দেখা হয়; কিন্তু তার পেছনে পুরুষ শাসিত সমাজের মূল উদ্দেশ্য কী থাকে? তাই অনুসন্ধান করা হয়েছে। একজন নারী যেমন সম্পর্কের সৃষ্টিদাত্রী, তেমনি আবার ধ্বংসের মূর্তি। নারীর বিচিত্র রূপের বর্ণনার মধ্য দিয়ে নারীসত্তা নির্মাণে 'আশাপূর্ণা দেবী' কতটা সফল তার অনুসন্ধান করা হয়েছে। তাঁকে সাহিত্য সমালোচকরা অনেক ক্ষেত্রে রান্নাঘরের লেখিকা বলেছেন। তার কারণ তিনি যত সূক্ষ্মভাবে ও মুরতি মনে নারী জীবনের বিশ্লেষণ করেছেন, অন্যকোন ঔপন্যাসিক তেমনভাবে তা করতে পারেননি। আলোচ্য প্রসঙ্গে তাঁর সফলতা ও অন্য ঔপন্যাসিকদের ব্যর্থতা উল্লেখযোগ্য। নারীর বিভিন্ন রূপের সামাজিক অবস্থান নির্ণয়ের মধ্য দিয়ে আসলে দাম্পত্য সম্পর্কের ভিতকেই স্পষ্ট করে দেখা হয়েছে।

ষষ্ঠ অধ্যায়
আশাপূর্ণা দেবী ও অন্যান্য ঔপন্যাসিকদের উপন্যাসে দাম্পত্য সম্পর্কের তুলনামূলক আলোচনা

ষষ্ঠ অধ্যায়ে 'আশাপূর্ণা দেবী' ও অন্যান্য ঔপন্যাসিকদের মধ্যে দাম্পত্য সম্পর্কের বিশ্লেষণে তুলনামূলক আলোচনা করা হয়েছে। উপন্যাসের চরিত্রের দাম্পত্য জীবন প্রসঙ্গে তাঁর পূর্ববর্তী ও পরবর্তীকালের বেশীর ভাগ ঔপন্যাসিকদের সঙ্গে তুলনায় কতটা ভিন্নতা আছে, তাই এই অধ্যায়ে বিশ্লেষণ করা হয়েছে। তাঁর পূর্ববর্তী ঔপন্যাসিকদের মধ্যে 'পুরুষ ঔপন্যাসিক' ও 'নারী ঔপন্যাসিক' দুটি পর্বে বিভক্ত। কারণ পুরুষ ঔপন্যাসিকরা চিত্রকল্প রচনায় যেখানে কলম থামিয়ে দিয়েছেন, কিছু ক্ষেত্রে নারী ঔপন্যাসিকরা সেখান থেকে শুরু করেছেন। তুলনামূলক আলোচনার প্রেক্ষিতে দাম্পত্য জীবনের ভিন্নতা ও ঔপন্যাসিকদের দাম্পত্য সম্পর্ক কেন্দ্রিক চিন্তা-ভাবনার বহিঃপ্রকাশ আলোচনা করা হয়েছে।

উপসংহার

পরিশেষে সম্পূর্ণভাবে গবেষণা বিষয়ের জটিলতা ও সফলতা তুলে ধরা হয়েছে। গবেষণার সময়কালের অভিজ্ঞতা ও জীবনাবিজ্ঞা আলোচ্য অংশে লিপিবদ্ধ। যেভাবে প্রতিদিন মানুষের সম্পর্কগুলো ঠুনকো হয়ে যাচ্ছে, খুব সহজে একে অপরের সঙ্গে আমরা সম্পর্কের বিচ্ছেদ ঘটিয়ে দিচ্ছি। মানুষ রূপে আমরা মনুষ্যত্বের সংজ্ঞা ভুলে যাচ্ছি। প্রতি ক্ষেত্রেই একে অপরের ঘাড়ে দোষ চাপিয়ে দিয়ে, সম্পর্কের বিচ্ছেদ ঘটিয়ে ফেলি। এসবের প্রতিক্রিয়ায় মানুষের কী করা উচিত? 'আশাপূর্ণা দেবী' দাম্পত্য জীবন যাপন করা সম্পর্কে কীরকম মত পোষণ করেন? গোটা গবেষণার সংক্ষিপ্ত কথা রূপে তাই তুলে ধরা হয়েছে। মূলত 'আশাপূর্ণা দেবী'র উপন্যাসের প্রেক্ষিতে শিরোনামের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে মানব জীবনের গুরুত্বপূর্ণ সময়ের বিশ্লেষণ করার মাধ্যমে সঠিক পথের অনুসন্ধান করা হয়েছে।

*****

গবেষকের স্বাক্ষর **তত্ত্বাবধায়কের স্বাক্ষর**

....